Kanko – Kabita – Short - Avik Bhattacharya – Ashuk & Nirbasane
কঙ্ক - অভীক ভট্টাচার্য

।।অসুখ।।
কীসের জোরে সে এত নিদারুণ ঔদাস্যভরে
নিজেকে সুদূর করে, বসে থাকে পৃথিবীর শেষে !
তার কোনো বর্ম নেই, কোনো যুদ্ধাস্ত্রও নেই
এখানে শস্যক্ষেত্রে এত অশ্রুহীন উৎসব
তার প্রতি কী করে সে ছুঁড়ে দেয় অবজ্ঞায় থুতু !
যতদূর জানা গেছে লোকটা কাঙ্গাল ঘোরতর
গহন অরণ্যে কোনো সেগুন গাছের বল্কলে
প্রায়শই লোকটার অশ্রুদাগও দেখা গেছে
এইখানে মোহময় দেদার দেদার নদনদী
তাদের তাহলে কোন সাহসে সে উপেক্ষা করে !
হাওয়া দিলে উড়ে যায় অবুঝ ধুলোবালি,
তার কোনো স্মৃতি নেই, পিতৃপরিচয় নেই কোনো
কীসের অহঙ্কারে সে এখন নির্বিকার একা !
নিজের পাঁজর দিয়ে মূর্তি বানায়, ভেঙে ফ্যালে
নির্ঘাৎ দেহে পুষে রেখেছে সে কোনো গূঢ় ব্যাধি
নাকি আমাদেরই বুকে রয়েছে ছোঁয়াচে রোগ কোনো !
।।নির্বাসনে।।
তারপর কোনো এক বৃত্তমধ্যে হেঁটে যাওয়া গেল
সেখানে আমায় বেশ কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাটি করে
অজটিল অঙ্গুলি তুলে সোজা বলে দেওয়া হল,
এ স্থান তোমার নয়, এই ধুলোবালিময় মাটি
এসবে তোমার কোনো সূচ্যগ্র অধিকার নেই
সঙেঘর সহবৎ তুমি লেশমাত্র জানো না
এত বেশি অহঙ্কার এক্ষেত্রে বড় বিজাতীয়,
তুমি যাও, বরঞ্চ , সমুদ্রের মাঝে বসে থাক।
দূরতম দ্বীপ হয়ে নিজের বুকের ছায়াতলে
পায়ের পাতার দিকে চোখ রেখে ধ্বংস হও একা,
সেরকম শখ হলে জাহান্নামেও যেতে পারে
কিন্তু এখানে নয়, এইখানে নয় কোনোমতে
এখানে তোমাকে বড় বেমালুম বিসৃদশ লাগে।
একথা উচ্চকিত পুনর্বার বলে দেওয়া হল
কত বড় নির্বাসনে আমাকে পাঠাবে আর, প্রভু ?

Kanko – Kabita – Short – Mukhas – Kusal Dey
কঙ্ক - মুখোশ - কুশল দে

১
ছৌনাচ নাচে অযোধ্যা পাহাড়, বাঘমুণ্ডি আর
আদিম মানুষ।
শোণিতবাতাসধারায় সাঁতার কাটে
চিল আর শকুনের দল
আকাশকাননে আলোকলতায় থোকা থোকা মেঘের বকুল
কাচপ্রেমের আঁচে নাচে জনতা !
২
মুখোশের মুখোশ আজ সোনার চেয়ে দামি
চলো যাই মুখোশমেলায়-
মুখোশ কিনে আমি
মুখোশের মুখোশ আজ সোনার চেয়ে দামি !